Anand Bazar Patrika - Kolkata 04th Sept 2010

প্রতি পক্ষ

শুভাশিস ভট্টাচার্য

পুরনো সেই...

আমাদের মুখ এতটাই ঢেকে গেল যে, আমরা খেয়ালই করলাম না, মাত্রই বছর তিরিশ-চল্লিশ আগে, গত শতকে সত্তর দশক, আশির দশক নামে একটা কাল ছিল। একটি প্রদর্শনীর সূত্রে সেই কালের স্মৃতিতে ডুব দিলেন

শোভন তরফদার

সে ছিল আমাদের যৌবনের কলকাতা, লিখেছিলেন যিনি, সময় তাঁর শরীরে থাবা বসিয়েছে। তবে, শব্দের মজাই এই, তার গায়ে সময়ের আঁচড় বসে না। ঠিক যেমন, ছবি। এক বার যা ধরা দিল, আচমকা, কোনও চূর্ণ মুহূর্তে, সেটাই রয়ে গেল অনন্তকাল। পরে, বয়স বাড়ল ঢের নরনারীদের। গোটা কলকাতা সাদা-কালো থেকে রঙিন হল, তার পরে ডিজিটাল হল, হাতে আঁকা সাইনবোর্ড উঠে গিয়ে ফ্লেক্স, তারও পরে এলইডি বিজ্ঞাপন— এই সব নিয়ে আমাদের মুখ এতটাই ঢেকে গেল যে, আমরা খেয়ালই করলাম না, মাত্রই বছর তিরিশ-চল্লিশ আগে, গত শতকে সত্তর দশক, আশির দশক নামে একটা কাল ছিল। তখন স্যাটেলাইট টিভি-র জমানা আসেনি, বাড়ির মাথায় বাতাসে আলতো কাঁপত অ্যান্টেনা, শনিবার হলে বাংলা ছবি, রবিবারে হিন্দি, মাঝে মাঝে চিত্রমালা, বুধবারে চিত্রহার— সেই সব স্মৃতি হঠাৎ উথলে উঠল একটি প্রদর্শনীতে। ছবি, অর্থাৎ আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। ভেসে এল পুরনো কলকাতা। সেই কলকাতা, যা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে, তার সাদা-কালো মুখচ্ছবিটি দেখতে দেখতে আনমনা হলাম। আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে, তখন কে তুমি তা ভাল মতো খেয়াল করিনি। স্মৃতি ফিরে এল, পুরনো প্রেমিকার মতো অমোঘ। আমি তখন হ্যারিংটন স্ট্রিট আর্টস সেন্টার-এ।

ওই যে একটা আদ্যিকালের টেলিভিশনের ছবি, আমি ওটাকে চিনি। তখন রিমোট-টিমোটের কথা দূরতম স্বপ্নেও ভাবিনি। খট খট করে হাতে ঘুরিয়ে চ্যানেল বদলাতে হত। খুব বেশি ঘুরত না। ঘোরাবার প্রয়োজনও ছিল না। যখন ডিডি ওয়ান-এর পরে ডিডি টু এল, তখন একেবারে হাঁ করে ভেবেছিলাম, বাব্বাঃ, আরও একটা চ্যানেল! আর, পর্দার সামনে একটা নীলচে রঙের আবরণ, তাতে সম্পূর্ণ ছবিটা একটা সামান্য নীলচে আভা পেত বটে, কিন্তু ওটা না থাকলেও মুশকিল, সাদা-কালো ছবিগুলো এমন ঝির ঝির করবে যে, দেখাই যাবে না। অবশ্য, 'নীল' ছবি ওখানেই শেষ! এক বার ঠিক হল, সপ্তাহে এক বার দূরদর্শন নাকি গভীর রাতে 'অ্যাডাল্ট' ছবি দেখাবে! ব্যাস, তা নিয়ে দুলে উঠল আমাদের নিষিদ্ধ কোজাগরী। বাড়ি বাড়ি রাত জেগে পড়াশোনা করার ধুম পড়ে গেল। তখনও ভাবিনি, কয়েক বছরের মধ্যেই কেব্‌ল টিভি আর তার কিছু দিনের মধ্যেই ইন্টারনেট নামে একটি বস্তু যৌনতার বানভাসি ডেকে বয়ঃসন্ধির গোটা চালচিত্রটাই একেবারে বদলে দেবে! মনে হবে, দূরদর্শন যা দেখাত, তা নিতান্তই শিশুপাঠ। এ বারে সত্যিই সাবালক হওয়ার সময় এল।

কত দ্রুত নিজেদের বদলে ফেললাম আমরা। প্যান্টের ঘের সত্তর দশকে ঢাউস হয়ে গিয়েছিল। আর, ওই যে সব চোখ-ঢাকা গগলস, মেয়েরা পরে আছে, ওগুলো আমাদের অচেনা নাকি? মহিলারা শাড়ি-টাড়ি পরে দিব্যি ওই সব গগলস চোখে দিতেন। মানাতও বেশ। আর, যখন স্বল্পবয়সিনীরা পরতেন, তখন চক্ষু ফেরানোই কঠিন। এই তো, ওয়াপ্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই-তে কঙ্গনা রানাওয়াতকে দেখে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। তখন অবশ্য মুম্বই ছিল না। ছিল বম্বে। বালাসাহেব ঠাকরে নামে এক ভদ্রলোক তখনও 'আমচি মুম্বই' বলে বিশেষ শোর মচাননি। তখন কানের ওপর দিয়ে ফোলানো চুল নিয়ে সেই বর্ণিল দুনিয়া শাসন করছেন অমিতাভ বচ্চন। আমরা বচ্চন হতে পারিনি। কিন্তু, ওই ঢেউ-খেলে-নীচে-নামা চুলের ছাঁটটা তুলে নিয়েছি অবিকল। ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখে চিৎকার করেছি, গুরু, গুরু! হ্যাঁ, তখনও মণিরত্নম নামে এক ভদ্রলোক অভিষেক বচ্চনকে 'গুরু' বানাননি। তখনও 'গুরু' মানে অমিতাভ! আশিতে আমাদের স্বপ্নে হানা দিলেন এক বঙ্গসন্তান। মিঠুন চক্রবর্তী। গুরুভক্তি দু'ভাগ হয়ে গেল। প্যান্টের ঘের কমিয়ে আনলেন মিঠুন। জুলপিও বিদায় নিল।

সব কিছু অবশ্য রাতারাতি বদলালো না। একটি ছবিতে দেখলাম, সাদা-কালো চৌখুপি কাটা মেঝেতে বসে আছেন এক ভদ্রলোক, তাঁকে যদি চেনা চেনা মনে হয়, তা হলে কে তিনি, এইটুকু জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন, কারণ তার আগে বলে রাখি, তখন কিন্তু 'ফ্লোরিং' নিয়ে এত রকম মাতামাতি শুরু হয়নি, ওই সাদা-কালো পাথর বসানো মেঝেই ছিল আমাদের কাছে আভিজাত্যের একেবারে শেষ কথা। আর, স্বয়ং ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় যদি সেই মেঝেতে বসে থাকেন, তা হলে তো ভাবতেই পারি, ওই মেঝেটাই আমাদের চূড়ান্ত স্বপ্ন! আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই মেঝেতে যে দাড়িওলা ভদ্রলোকটিকে উপবিষ্ট দেখলাম, তিনি সত্যজিৎ রায়-এর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র নায়ক, পরে তাঁর আরও কয়েকটা ছবি করবেন, থাকবেন মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে। বিশেষ করে এই ছবিটার কথা বলছি, কারণ এই ছবিটাই দেখিয়ে দেয়, তখনকার কলকাতাটা ঠিক কী রকম ছিল। সাদা আর কালোতে ভাগ করা। মাঝখানে ধূসর যে ছিল না, তা নয়। তবে, এত রকম রঙের ঢেউ আছড়ে পড়েনি বলে সেই সব মধ্যবর্তী এলাকা ততটা বাড়েনি। মধ্যবর্তী অবস্থানে আটকে ছিল শুধু মধ্যবিত্ত। তারা নিজস্ব স্বপ্নগুলোকেও কালো আর সাদায় ভাগ করে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় পুরী বা দিঘা বেড়াতে গেলে সমুদ্রের ধারে হঠাৎ এক-একটা রঙিন ফটো তুলে দিত ক্যামেরাওলা। তারও বেশ দাম। একটার বেশি কেনার ক্ষমতা নেই, তাই বউ-বাচ্চা নিয়ে এক গাল হাসি। কিন্তু, ক্যামেরাওলার পিছনে কাকে যেন দেখা যাচ্ছে, একটা মেয়ে, সালওয়ার-কামিজ পরা, মেয়ে নাকি বউ, সদ্য বিয়ে হয়েছে বোধহয়... দুষ্টু চোখে সরে যায়। ক্যামেরাওলা তা বুঝতে পারে না, বা বুঝলেও প্রকাশ করে না, শুধু বলে, দাদা, এ দিকে, এই ক্যামেরার দিকে, হাসুন, হা-সু-ন, বৌদি... সেই সব স্মৃতি ফিরে এল পাবলো বার্থোলোমিউয়ের এই প্রদর্শনীতে। তারা এসে আমাকে স্পর্শ করল। পুরনো প্রেমিকার মতো। অস্ফুটে বললাম, এতদিন কোথায় ছিলে?

মাদার টেরিজার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রামকৃষ্ণ প্রেমবিহার আশ্রমকে একটি শয্যা দান অনুষ্ঠানে হৈমন্তী শুক্ল, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শৈলেন মান্না, সুনীল ঠাকুর প্রমুখ।